খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ৪ঠা জুলাই ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আল্লাহ্‌র, প্রকৃত বান্দা হবার জন্য শর্ত হলো তাকওয়া। আর রমযান মাস এই তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির একটি মাধ্যম, এটি থেকে লাভবান হওয়ার যতটা পারো চেষ্টা করো। তাই জামাতের প্রত্যেক সভ্য এবং মোমেন হওয়ার, প্রত্যেক ব্যক্তি যে মোমেন হওয়ার স্বপ্ন দেখে তার আত্ম জিজ্ঞাসা করে তাকওয়ার মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত।

তাশাহুদ,তাউয,তাসমিয়া এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(২:১৮৩)

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা সেভাবে বিধিবদ্ধ করা হল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।

আল্লাহ্ তা'লা সম্পূর্ণভাবে নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে আরেকটি রমজান অতিবাহিত করার সুযোগ দিচ্ছেন। এই একটি মাস, যা অশেষ কল্যাণরাজি নিয়ে আসে। সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে মাসে রোযা রাখা তোমাদের জন্য আবশ্যক, তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, কেন? কেবল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহার যাপনের জন্য? না, মোটেই নয়, বরং এর উদ্দেশ্য তাকওয়া অবলম্বন। এই তাকওয়াই অগণিত কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করে থাকে মানুষকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

রোযাদারকে সব সময় দৃষ্টিতে রাখা চাই যে, রোযার উদ্দেশ্য কেবল ক্ষুধার্ত থাকা নয় বা অনাহার যাপন নয়। বরং খোদার স্মরণে তার রত থাকা উচিত, যেন দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে মানুষ আকৃষ্ট হয়। 'তাবাত্তুল' আর 'ইনকাতা' দু'টো শব্দ ব্যবহার করেছেন, অর্থ হল- আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে জাগতিক কামনা-বাসনাকে পরিহার করা। এক কথায় এই দিনগুলোতে, অর্থাৎ রোযার মাসে জাগতিক কামনা-বাসনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, দূরত্ব সৃষ্টি করে সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কাজ করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, রোযার একমাত্র অর্থ হল- এক ধরনের খাবার পরিহার করা, যা সম্পূর্ণভাবে দেহকে লালন করে, এটি পরিহার করে দ্বিতীয় প্রকার খাবার খাওয়া, যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। তিনি বলেন, যারা প্রথাগত ভাবে নয়, বরং খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য রোযা রাখে তাদের উচিত হবে, খোদার প্রশংসা, তাঁর পবিত্রতার গান গাওয়া এবং তাঁর একত্ববাদের ঘোষণায় ব্যাপৃত থাকা, যেন দ্বিতীয় প্রকার খাবার সে লাভ করতে পারে।

তাই একজন মুমিনের জন্য আবশ্যক হবে, এ দিনগুলোতে পূর্বে তুলনায় বেশি খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, পূর্বের তুলনায় বেশি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করা, তাঁর উপাস্য হওয়ার কথা শুধু মৌখিকভাবেই নয় বরং প্রকৃত পক্ষেই ইবাদতের মান উন্নত করারও। কেবল তবেই রোযার কল্যাণরাজি মানুষ লাভ করতে পারে। আর তাহলেই সেই লক্ষ্য মানুষ অর্জন করতে পারে, যা আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বন করে খোদার নৈকট্য তোমরা অর্জন কর। মহানবী (সা.) একবার বলেছেন, রোযা হল ঢাল বা বর্ম, আগুন থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে একটা সুদৃঢ় দুর্গ। আগুন থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে দুর্গ তখন প্রমানিত হতে পারে যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মানুষ প্রতিটি কাজ করে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি যেন তার লক্ষ্য হয়, তার সামনে থাকে। অহরাত্র দোয়া এবং যিকরে এলাহীতে অতিবাহিত করার যদি চেষ্টা করে আর তাকওয়ার পথে যদি পরিচালিত হয় তাহলেই সম্ভব। তাকওয়া সম্পর্কে কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা অগণিত স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এ চেতনার সাথে রোযা রাখে যে, আমাকে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে, খোদার স্মরণ এবং দোয়ার মাঝে দিনাতিপাত করতে হবে। যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতের পাশাপাশি বান্দার অধিকারের প্রতিও এবং বান্দার অধিকারের প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে আমাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কেবল তবেই এমন রোযা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বলে গণ্য হবে, আর আমি নিজে এর প্রতিদান হয়ে তার কাছে আসব। অর্থাৎ রোযাদার মানুষ খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে। এমন মানুষের নেককর্ম সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী এবং কেবল এই রোযার মাসের জন্য নয়। বরং সত্যিকার তাকওয়া সংক্রান্ত ব্যুৎপত্তি তাদের অর্জন হয়, আর এ পুণ্য রমযানের পরেও তাদের অব্যাহত থাকে। এমন মানুষ এক রমাযানকে পরবর্তী রমাযানের সাথে মিলিত করে বা মিলিয়ে দেয়। সুতরাং আমাদেরকে এই সচেতনতা এবং এই প্রচেষ্টার সাথে এ রমযান অতিবাহিত করা উচিত, যেন আমাদের তাকওয়া বা খোদাভীতি বা খোদাপ্রেম ক্ষণস্থায়ী না হয়। আমাদের রোযা যেন বাহ্যিক রোযা না হয়, অনাহার যাপন বা পিপাসার্ত থাকা সর্বস্ব যেন না হয়। রমাযানের সত্যিকার মর্ম না বুঝে পারস্পরিক রমযানের শুভেচ্ছা বিনিময় করে রমযানের সত্যিকার প্রেরণাকে যেন আমরা ভুলে না যাই। বরং প্রত্যেক সেহেরী ও ইফতারের সময় যেন তাকওয়া আমাদের সামনে থাকে, তাকওয়া অর্জন যেন আমাদের উদ্দেশ্য হয়। দিনের যিকরে ইলাহী এবং রাতের নফল বা তাহাজ্জুত যেন আমাদেরকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করে। আমাদের প্রতি যারা অন্যায় করে আমরা যেন প্রত্যুত্তরের তাদের উপর অন্যায় না করি, বরং এর বিনিময়ে খোদাভীতির নিরিখে যুলুম, অন্যায় এবং অত্যাচার দেখে যেন আমরা নীরব থাকি, তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যেন আমরা এর উত্তর দিতে পারে যে, 'আমি রোযা রেখেছি'। প্রত্যেক অন্যায়ের উত্তরে 'ইন্নি সায়েমুন' শব্দ যেন মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের

সম্মান, আমাদের মাহত্ম কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা কারো কথার উত্তরে উত্তর দেয়ার মাঝে নিহিত নয়, আর আমাদের উপর, আমাদের বিরুদ্ধে যে অন্যায় হয় সে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার মাঝে নয়, বরং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মাঝে। এতেই আমাদের সম্মান, আমাদের মাহত্ম নিহিত। আর এটি দেখার মাঝে আমাদের সম্মান নিহিত যে, আল্লাহ্ তা'লা কাকে সম্মান দেন। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন, 'ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহে আতক্বাকুম' আল্লাহ্র পবিত্র দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত সে, যে সবচেয়ে বড় মুত্তকী। খোদার দৃষ্টিতে সম্মানিত হওয়ার এটিই হল মাপকাঠি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ সম্পর্কে একটি উক্তি আছে, যার হৃদয়ে খোদাভীতি আছে সে এটি পড়ে কেঁপে উঠে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলছেন যে, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সেই সম্মানিত যে সত্যিকার অর্থে মুত্তাকী। মুত্তাকীদের জামাতকেই আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, আর দ্বিতীয়টিকে আল্লাহ্ তা'লা ধ্বংস করে দিবেন। এটি একটি স্পর্শকাতর স্থান, উভয়ই এই স্থানে থাকতে পারে না। অর্থাৎ মুত্তাকীও সেখানে থাকবে আর দুষ্কৃতকারী ও অপবিত্রও একই স্থানে অবস্থান করবে এটি অসম্ভব। মুত্তকীর প্রতিষ্ঠিত থাকা আর নোংরা ব্যক্তির ধ্বংস হওয়া অবধারিত। আর এ জ্ঞান শুধু আল্লাহ্ই রাখেন যে, কে সত্যিকার অর্থে মুত্তাকী। তিনি বলেন যে, এটি বড় স্পর্শকাতর একটি অবস্থান। সে সৌভাগ্যবান যে মুত্তাকী আর সে দুর্ভাগা যে অভিশাপগ্রস্ত হয়।

কিন্তু আমাদের খোদা বড় স্নেহশীল খোদা আমরা সেই খোদার জন্য নিবেদিত। তিনি বলেন যে আমি রমযানে আমার বান্দার অতি কাছে এসে গেছি তাই যতটা সম্ভব কল্যানমন্ডিত হও আশিষ মন্ডিত হও। তাকওয়া লাভের জন্য আমার উল্লেখিত পথ অনুসরনের চেষ্টা কর যেন তোমাদের ইহ এবং পরকাল সুনিশ্চিত হয়। এক মাস মেয়াদি এই ক্যাম্প বা শিবির থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়ার চেষ্টা কর কেননা এতে সম্পূর্ণ ভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য কৃত নেক কর্ম বছরের অন্য সময়ের কৃত পুন্য কর্মের তুলনায় বহুগুন পুণ্যের ভাগি করবে। উঠ দন্ডায়মান হও আমার নির্দেশ অনুসারে নিজেদের ইবাদতকে সাজাও সুন্দর কর আর এই উদ্দেশ্যে ইবাদতকে সজ্জিত কর যে এই সৌন্দর্য আর এই সজ্জাকে এখন স্থায়ী রূপ দিতে হবে। নিজেদের কর্মকে সুন্দর কর এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির অধিনস্ত কর আর এই উদ্দেশ্যে করার চেষ্টা কর যে এগুলোকে এখন জীবনের স্থায়ী অংশ করে নিতে হবে আমাদের। ওঠো ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার করেছ তার প্রকৃত ব্যুৎপত্তি এই মাসে অর্জনের চেষ্টা কর। আর এই চিন্তা চেতনার সাথে কর যে এটিই আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। তিনি বলেন যে, **"ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুত্তাকীন"** নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। খোদার ভালোবাসা যার অর্জন হয় তার আর কি চাই। সেতো উভয় জগতের নেয়ামতে ধন্য, তার ইহ এবং পরকাল এখন সুনিশ্চিত আর এই সুন্দর এবং শুভ পরিনামের কথা আল্লাহ্ তা'লা নিজেও উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন যে এই হবে তোমাদের শুভ পরিনাম, তোমাদের ইহ এবং পরকাল হবে সুনিশ্চিত। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে কেবল মুত্তাকীদের পরিনামই শুভ হয়ে থাকে যারা দুনিয়ার কীট তারা কখনও শুভ পরিণামের চেহারাও দেখেনা। যারা দুনিয়ার মানুষের অত্যাচারের মুখে ধৈর্য ধারণ করে আর আল্লাহ্ তা'লার কাছেই সাহায্য চায় দুনিয়ার মানুষের সামনে যারা হাত পাতেনা বস্তুবাদিদের বাহ্যিক শক্তি এবং ক্ষমতা দেখে তাদের সামনে ঝোঁকেনা এমন মানুষ এই পৃথিবীতেও শক্তি লাভ করবে আর চূড়ান্ত পরিণতিতে তারাই জয়যুক্ত হবে। আজ পাকিস্তানে বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আহমদীদেরকে কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলা হয় যে আমাদের পিছনে চল আমাদের অনুসরণ কর আমরা তোমাদের সকল সমস্যা দূরীভূত করব তোমাদের সকল কাঠিন্য আমরা দূরীভূত করবো তোমাদেরকে বুকে টেনে নেব আমাদের কথা মেনে নাও, কিন্তু আমাদের স্মরন রাখতে হবে যে এরা সবাই প্রতারক। যে বিষয়কে তারা আজ বাহ্যত সফলতা মনে করছে এই সফলতাই তাদের ব্যর্থতা প্রমানিত হবে। যাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে এরা যুলুম এবং অত্যাচার করে চলেছে এই আশ্রয় প্রশ্রয়ই ঘুনে খাওয়া কাঠের মত মাটিতে মিশে যাবে।

আমরা আনন্দিত যে আমাদের আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদেরকে তিনি শুভ পরিনামের শুভ সংবাদ দিচ্ছেন। আজ মুসলিম উম্মাহ্ যদি এই রহস্য অনুধাবন করে মোহাম্মদি মসীহর বিরোধীতার পরিবর্তে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে প্রত্যেক মুসলমান দেশের ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে যেই অশান্তি ও উৎকণ্ঠা রয়েছে তা দূরিভূত হতো। যেই ফিৎনা, ফাসাদ, নৈরাজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ জিহাদের নামে চাপানো হচ্ছে এটি প্রেম প্রীতি এবং ভালোবাসায় বদলে যেত। তাই সার কথা হলো নেতাদের মাঝেও তাকওয়া নেই আলেমদের মাঝেও খোদা ভীতি নেই। আর এর ফলশ্রুতি স্বরূপ এই সমস্ত আলেমদের ছত্রছায়ায় লালিত পালিত সাধারণ মানুষের মাঝেও প্রকৃত তাকওয়ার কোন ধারণা নেই এবং নিজেদের ধারণা অনুসারে এই সকল নামধারী আলেম এবং কট্টরপন্থি শ্রেণির জালে ফেসে এমন ভ্রান্ত কাজ করছে যা তাকওয়া থেকে যোযন যোযন দূরে, যার তাকওয়ার সাথে দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। যুবক শ্রেণির আবেগ অনুভূতিতে সূরসূরি জাগিয়ে তাদেরকে খোদার নৈকট্য দানের লোভ দেখিয়ে এই সকল আলেমেরা অন্যায় পথে পরিচালিত করেছে। এই সকল যুবক এবং সার্বিকভাবে মুসলিম উম্মাকে বোঝানোর আজ কেউ নেই যে এটি তাকওয়া নয় যাকে তোমরা তাকওয়া ভাবছ, এটি পূণ্য নয় যাকে তোমরা পূণ্য ভাবছ, এটি জেহাদ নয় যাকে তোমরা জেহাদ ভেবে বসে আছ। কলেমা পাঠকারীদের হত্যা করা তাকওয়া থেকে মানুষকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়। মোমেনের চিহ্ন যা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন তা হলো রুহামাউ বায়নাহুম। পারস্পরিক দয়া এবং সহমর্মিতার চেতনা এবং প্রেরণায় থাকে তাদের হৃদয় সমৃদ্ধ। হৃদয়ে ফাটল সৃষ্টি করে যারা যুলুম এবং অত্যাচরে সংকল্প বদ্ধ তারা কিভাবে তাকওয়ার পথ অনুসরণ করতে পারে ? এমন মানুষের পরিণাম কি আল্লাহ্ তা'লা শুভ করেন ? এমন অত্যাচারিদের কি আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন ? কখনো হতে পারেনা। আল্লাহ্ তা'লা কখনো যুলুম এবং অত্যাচার এবং নিষ্পেষণকে ভালোবাসতে পারেননা। যারা খেলাফতের বুলি আওড়ায় খেলাফতের নাড়া উচ্চারিত করে এমন মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা খেলাফত দিয়ে স্বীয় প্রতিনিধি বানাবেন? স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন ? সেই খোদা যিনি অত্যন্ত দয়ালু যিনি রহমান তিনি কি অত্যচার এবং অত্যাচারীদের সাহায্যকারী হবেন? সেই খোদা যিনি মহানবী (সা.)কে রাহমাতুল্লিল আলামিন অর্থাৎ সারা বিশ্বের জন্য আশির্বাদ করে পাঠিয়েছেন তিনি কি তার প্রিয় নবীর নামে পৃথিবীতে যুলুম অত্যাচার প্রসারিত হতে দেবেন? কখোনই নয়। খেলাফত মহানবী (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মসীহে মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে প্রবর্তিত হওয়ার ছিল যা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য সমর্থনে হয়ে

গেছে। এছাড়া খেলাফতের প্রতিটি নারা, প্রতিটি বুলি, ধর্মের নামে জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি এবং ক্ষমতা দখলের বিভিন্ন কুট কৌশল মাত্র। গত জুমায় এখানে একটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরা এসেছিল। আমি ইন্টারভিউ দিয়েছি আর এটি বলেছি যে, খেলাফত সম্পর্কে তোমরা ভাবছ যে, খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, এটি ভুল কথা, খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তা জুলুম আর অত্যাচারের মাধ্যমে না, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে হওয়ার ছিলো। তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হায় মুসলিম উম্মাহ যদি এটি বুঝতো। আর তাদের পারস্পরিক ঝগড়া, ফ্যাসাদ, নৈরাজ্য, ক্ষমতার লড়াই-এর যদি অবসান ঘটতো! তাদের জন্য রমযানে আমাদের দোয়া করা উচিত। কারণ এদের কারণে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র নামের বিরুদ্ধে অমুসলিমরা অপলাপ করার সুযোগ পাচ্ছে।

সম্প্রতি এখানকার এক প্রফেসর যে ধর্ম বা রিলিজিয়ন পড়িয়ে থাকে খেলাফত সংক্রান্ত বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদিন এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে অপলাপ করেছে, বাজে কথা বার্তা বলেছে, মুসলমান আলেম এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং রাষ্ট্র-প্রধানরা তো নিজেদের ক্ষমতা নিয়েই চিন্তিত। ক্ষমতার সুরক্ষা নিয়ে তারা চিন্তিত আর এটি নিয়েই তারা ব্যস্ত। এমন অপলাপের খন্ডন বা অপনোদনকারী যদি কেউ থেকে থাকে, এদের মুখ বন্ধকারী যদি কেউ থেকে থাকে তা হলো একমাত্র জামাতে আহমদীয়া। জামাতে আহমদীয়াই তা করে থাকে আর আমরা তার উত্তর দিয়েছি। এরাই ইসলাম বিরোধী আর মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি হিংসা এবং বিদ্বেষ লালন করে তাদের হৃদয়ে। এরা একটি নতুন চলচ্চিত্র প্রস্তুত করেছে। শুনেছি আজ ওয়াশিংটন এবং জার্মানির বার্লিনে একই সময়ে তা দেখানো হবে। যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে নির্মিত হয়েছে। এরা মনে করে যে, নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.) কে এভাবে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করতে পারে। এদের ইহজগতও ধ্বংস হবে আর পরকালও। আর এরা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে উদাসীন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, এরা অবশ্যই অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে আইনের গন্ডিতে থেকে যে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ করতে হয়, যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে জার্মানির জামাতকে আমি দিক-নির্দেশনা দিয়েছি। গতকাল আমি তা জানতে পেরেছি। আমেরিকার জামাতের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত কিন্তু আজ এক আহমদীর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার প্রেম, তার প্রকৃত মর্যাদা এবং মহত্মের বহিঃপ্রকাশের উপায় হলো অজস্র ধারায় **দরূদ শরীফ** পড়া,

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ। এ পৃথিবীর প্রত্যেক আহমদীর উচিত হবে আজকের এই বিশেষ পরিবেশ, আকাশ-বাতাস এবং এই রমযানের মাসকে দরূদ শরীফে ভরে দেওয়া। কেননা শত্রুরা তার পবিত্র পদমর্যাদার ওপর আঘাত হানতে চায়, তার এটিই উত্তর, এর আর কোন উত্তর নেই। সেখানে এটি হৃদয়ে খোদার তাকওয়াও সৃষ্টি করে। আর এই তাকওয়াই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সেই শুভ পরিণতির সুসংবাদ আমাদেরকে দিয়ে থাকে যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, **ওয়াল আকেবাতু লিলমুত্তাকীন**- অর্থাৎ কেবল মুত্তাকীদের পরিণামই শুভ হয়ে থাকে। ইসলামের এই শত্রু যখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বায়ুতে মিশে যাবে আর শুভ পরিণাম এবং নিশ্চিৎ শুভ পরিণাম প্রকৃত মুত্তাকী এবং মুমিনদেরই হবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিম উম্মাহকেও স্মরণ রাখা উচিত এই শয়তানি এবং দাজ্জালি শক্তি অতি ধূর্ত ভাবে তাদের পরস্পরের মাঝে লেলিয়ে দিয়েছে। তারা মনে করে ফের্কাবাজি। কিন্তু ফের্কাবাজি হঠাৎকরে কেন সৃষ্টি হলো। বহিরাগত শক্তিই আসলে এই ফের্কাবাজির ভিত রচনা করেছে। আর উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে দুর্নাম করা। এরপর ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে বদনাম করার জন্য তারা সকল পদক্ষেপ নেবে। মুসলমানদেরকে একে অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তারা অভ্যন্তরীন আক্রমণ করছে আর বাজে চলচ্চিত্র প্রস্তুত করে ইসলাম এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে অপলাপ করে তারা বাইরে থেকে আক্রমণ করছে। আর তারা জানে যে, এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলমানেরা দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করবে। আর এরপর পৃথিবীতে যে হৈ চৈ হবে, নৈরাজ্য হবে এটিকে পুঁজি করে তারা ইসলামকে দুর্নাম করবে পুনরায়। এ সকল শয়তানি শক্তি এমন একটি শয়তানি চক্রে বা বলয় সৃষ্টি করে রেখেছে যা থেকে মুসলমানদেরকে মুক্তি দেয়ার এখন আর কেউ নেই। আর একমাত্র যে রাস্তা আছে সেটিকে তারা অস্বীকার করে বসে আছে তাই এই দৃষ্টিকোন থেকে মুসলমানদের জন্য, মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দিন, কান্ডজ্ঞান দিন যেন তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা কাদের পরিণাম শুভ হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। হায় এরা যদি মসীহে মাওউদকে মেনে ইসলামের বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর হতো। অন্যদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে আমি যা বলেছি তা শুনে আমাদেরকে শুধু এ কারণে স্বস্তির নিশ্বাস নিলে হবে না যে, আমরা মসীহে মাওউদকে মেনেছি আর খেলাফত ব্যবস্থা আমাদের মাঝে রয়েছে আর আমরা এই ব্যবস্থাপনার অধীনে জীবন যাপন করছি। রোযার পাশাপাশি তাকওয়ার মান উন্নত করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর এক দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন। জামাতের কল্যাণে খেলাফতের কল্যানরাজি থেকে অংশ পাওয়ার জন্য হযরত মসীহে মাওউদের হাতে বয়াতের সঠিক কল্যাণ লাভের জন্য, মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতভুক্ত হবার জন্য সঠিক আশিস লাভের জন্য আল্লাহ্র, প্রকৃত বান্দা হবার জন্য শর্ত হলো তাকওয়া। আর রমযান মাস এই তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির একটি মাধ্যম, এটি থেকে লাভবান হওয়ার যতটা পারো চেষ্টা করো। তাই জামাতের প্রত্যেক সভ্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে মোমেন হওয়ার স্বপ্ন দেখে তার আত্ম জিজ্ঞাসা করে তাকওয়ার মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে পথের দিশা দিয়েছেন তা হলো, **হাযা কিতাবুন আনযালনাহু মুবারাকুন ফাত্তাবিউহু ওয়াত্তাকু লায়াল্লাকুম তুরহামুন।** এই কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা আমরা নাযিল করেছি আর এটি আশিস মন্ডিত একটি গ্রন্থ তাই এই গ্রন্থের অনুসরণ করো আর তাকওয়া অবলম্বন করো যেন তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শণ করা যেতে পারে।

রমযান থেকে যদি কল্যাণ মন্ডিত হতে হয়, নিজের পরিণাম যদি শুভ, করতে হয়, সফলতার দ্বার যদি উন্মোচন করতে হয়, নিজের জন্য যদি খোদার করুণাভাজন হতে হয়, যদি খোদার কৃপা-রাজির উত্তরাধিকারী হতে হয় আর যদি তাদের মত না হতে হয় যাদের

কোন নেতা নেই, যার বহু দলে বিভক্ত, যারা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির প্রতারণার স্বীকার হয় যারা ইসলামের নামে এবং ধর্মের নামে তাদের আবেগ অনুভূতি নিয়ে খেলে। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, এর জন্য কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, কুরআন অনুসরণ করো, কুরআনের শিক্ষামালা, আদেশ নিষেধকে দেখো, এগুলোর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি অর্জন করো। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা যে মসীহে মাওউদ (আ.) কে পাঠিয়েছেন তাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে কুরআনের শিক্ষা মালাকে বোঝার চেষ্টা করো কেননা তা-ই আল্লাহ্ তা'লা শিখিয়েছেন, মানুষ অনেক সময় খোদা তা'লার কোন কোন নির্দেশকে গুরুত্ব দেয় না। এর কারণ হলো, জাগতিক স্বার্থ তার চোখে পর্দা লেপন করে। ধন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক অন্যান্য স্বার্থ তার কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়। আর এসব হস্তগত করার জন্য সে এমন সব কাজ করে বসে তার তাকওয়া তো দূরের কথা সাধারণ নৈতিক চরিত্রের সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, হালাল রিয্ক বা জীবিকার সন্ধান কর। হালাল রিয্ক বা হালাল জীবিকা কেবল মুত্তাকীরাই লাভ করে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তা আসে। আর এমন স্থান থেকে আসে যা এক সাধারণ মানুষ ভাবতেও পারে না। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন, "**ওয়া মাইয়্যাত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা, ওয়া ইয়ারযুক লাহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসেব, ওয়া মাইয়্যাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহে ফা হুয়া হাসবুহ**"। যে ব্যক্তি খোদার তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য নিস্কৃতির বা মুক্তির অবশ্যই কোন পথ বের করবেন, তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দেবেন যেখান থেকে রিযিক আসার কথা সে ভাবতেও পারে না। যে আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য যথেষ্ঠ। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলছেন, সদা এটি দেখা উচিৎ যে, তাকওয়া এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে আমরা কতটা উন্নতি করেছি। এর মানদন্ড হল পবিত্র কোরআন। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীর লক্ষণাবলীর মাঝে এই একাটি লক্ষণও নির্ধারণ করেছেন যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীকে জাগতিক ঘৃণ্য বিষয়াদী থেকে মুক্তি দিয়ে নিজেই তার সকল কাজের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। কেননা তিনি নিজেই বলেন, "**মাইয়্যাত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা, ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসেব**"।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে আল্লাহ্ তা'লা সকল সমস্যার মুখে তার জন্য মুক্তির পথ বের করেন আর এমন জীবিকার তার জন্য বিধান করেন যা সে ভাবতেও পারে না। অর্থাৎ মুত্তাকীর একটি লক্ষণ হল আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে অপছন্দনীয় বিষয়ের মুখাপেক্ষী করেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক দোকানদার ভাবে অনেক সময় যে, মিথ্যা বলা ছাড়া তার ব্যবসা চলতেই পারে না তাই মিথ্যা থেকে সে বিরত হয় না। আর মিথ্যা বলার জন্য বিভিন্ন বাহানা বা অজুহাত তালাশ করে কিন্তু এ কথা মোটেও সত্য নয়। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মুত্তাকীর হেফাযত করেন। এমন সকল ক্ষেত্র বা স্থান থেকে তাকে রক্ষা করেন যে ক্ষেত্রে সে সত্যবিরোধী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা যারা মুত্তাকী তাদের এমন পরিস্থিতির সম্মুখীনই হতে দেন না যখন তাকে মিথ্যা বলতে হয়।

কোন ব্যক্তি যদি সত্যিকার অর্থে মুত্তাকী হয়ে থাকে আর খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানী হয়ে থাকে তাহলে তার স্বল্পের মাঝেও সে মানসিক প্রশান্তি পায়। অপ্রয়োজনীয় কামনা বাসনা না থাকাও খোদার একটি অনুগ্রহ, খোদার একটি ফযল। তাই এক আহমদীর এদিকেও দৃষ্টি রাখা চাই যে, রমজানে নিজের তাকওয়াকে সেই মানে উপনীত করার চেষ্টা করা উচিৎ যেখানে জাগতিক চাওয়া পাওয়া ততটাই হওয়া উচিৎ যতটা আল্লাহ্ তা'লা অনুমতি দিয়েছেন। আর ধন সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রেও স্মরণ রাখতে হবে যে, তাকওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে ধন সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করা উচিৎ। এমন সম্পদশালী মুত্তাকী নিজ সম্পদও খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে থাকে।

অতএব এরা সেই সকল লোক যারা ধন সম্পদ উপার্জন করেও দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করেছেন। এমন মুত্তাকীদেরকেই আল্লাহ্ তা'লা উভয় জগতে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা এই রমজানের রোজা থেকে যেন এমনভাবে কল্যাণমন্ডিত হতে পারি যার ফলশ্রুতিতে তাকওয়ার উন্নত মান আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশ হয়ে যাবে এবং খোদার কৃপাবারী আকর্ষণ করে উভয় জগতের জান্নাত থেকে যেন আমরা অংশ পাই। এ পৃথিবীতেও যেন আমাদের পরিনাম শুভ হয় আর আমাদের পারলৌকিক পরিনামও যেন শুভ হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়াতের পর যেন আমরা ইসলামের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হওয়ার চেষ্টা করি। ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুর প্রতিটি আক্রমণ কে আমাদের কথা, কর্ম এবং আমদের পরম মার্গের দোয়ার মাধ্যমে খন্ডন করতে পারি। এবং তদ্বারা যেন তাদেরকেই প্রতিঘাত করতে পারি। আজ ইসলামের বিরুদ্ধে শয়তানী শক্তি যে জোটবদ্ধ হয়েছে এর মোকাবেলা হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর জামাতকেই করতে হবে। আমি যেভাবে বলেছি, ইসলামের বিরুদ্ধে আজ এমন ষড়যন্ত্র করছে এরা যে, কোন না কোন ভাবে মুসলমান দেশগুলোকে জালে ফাসিয়ে তাদের ওপর হামলা কর আর সাধারন মুসলমান এ ষড়যন্ত্রের কোন ধারনাই রাখে না। হয়তো দু একজন সৎ মন মানসিকতার অধিকারী নেতাও থাকবে। সাধারনত এমন নেতা আছে বলে আমার মনে হয় না কিন্তু দু একজন ভাল থাকলে তারাও বুঝতে পারছে না। তারাও মনে করে যে, বহিরাগতদের সাহায্য নিয়েই তারা সফলতা পাচ্ছে বা সফলতা লাভ করছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারা উত্তরোত্তর ক্রমশ এই জালে ফাসছে যেখানে নিজেদের ধ্বংস ছাড়া আর কোন কিছু তাদের হাতে আসবে না। আমরা বুঝালে তো এরা বুঝে না। এদের ওপর কোন প্রভাবই পড়ে না। যারা উম্মতে মুসলেমার প্রতি সহানুভূতিশীল বরং পরম সহানুভূতিশীল এরা তাদের বিরোধী। তাই এর চিকিৎসা দোয়া ছাড়া আর কিছু নেই। এ রমজানে শত্রুদের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করুন। আর উম্মতে মুসলেমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ স্বীয় করুণা বশতঃ তাদের বিবেক বুদ্ধি দিন। যেই সব স্থানে আহমদীদের ওপর জুলুম অত্যাচার হচ্ছে সেই যুলুম এবং অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে রক্ষা করুন এই যুলুম অত্যাচার থেকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল আল্লাহ্ তা'লা এই রমজানে আমাদেরকে সত্যিকার তাকওয়া দান করুন যেন আমরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। আর তাঁর সাহায্য এবং তাঁর কৃপাবলে ধর্মের শত্রু এবং ইসলামের শত্রুদের যেন আমরা ব্যর্থ হতে দেখি। আল্লাহ্ তা'লা রমজানে আমাদের জীবনে এক সত্যিকার বিপ্লব সৃষ্টি করুন।